শিক্ষা

সাখাওয়াৎ আনসারী

# বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা কেন অস্পৃশ্য?

বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষার সূচনা ঘটেছিল প্রায় ৯০ বছর আগে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। সূচনালগ্নে এটি ছিল সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়; দীর্ঘ ৫২ বছর পর এটি স্বায়ত্তশাসিত চরিত্রের অধিকারী হয়। পাকিস্তান আমলে প্রতিষ্ঠিত বাকি তিনটি অবিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগরও একই সময়ে সরকারি থেকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করে। যে ওটিকয়েক বিষয় পঠন-পাঠনের মধ্য দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পথ চলার শুরু, সেগুলোর একটি ছিল বাংলা। রাজশাহী, চট্টগ্রামের সূচনাও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বাংলা দিয়েই। প্রতিষ্ঠাকালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগ না থাকলেও অনতিবিলম্বে কর্তৃপক্ষ তার ভুল অনুধাবনে সমর্থ হয় এবং বাংলা বিভাগ চালু করে। পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত অপরাপর অবিশেষায়িত সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও পুরনো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মতোই বাংলা বিভাগ পূর্ণ মর্যাদায় অতিত্বশীল। শুধু কি তাই? বাংলা উল্লিখিত যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বিভাগও বটে। যে কোন প্রয়োজনে যখনই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগগুলোর নামের তালিকা প্রস্তুত করা হয়, তখন বাংলা বিভাগই শীর্ষস্থান পূরণের দায়িত্ব পালন করে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ভুক্ত দেশের যে কোন মহাবিদ্যালয়ের জন্যও এটি সমান সত্য। এটি স্বাভাবিকও। কারণ প্রতিটি দেশের প্রতিটি অবিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বিভাগটি ওই দেশের ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ।

ধারণা বা কনসেপ্টের দিকে তাকালে দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয় হল জ্ঞানচর্চার সর্বোচ্চ কেন্দ্র। চরিত্রগত কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে পালন করতে হয় দ্বিবিধ ভূমিকা : এক. গবেষণা এবং দুই. শিক্ষাদান। বস্তুত বিশ্ববিদ্যালয় হল প্রধানত গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং গৌণত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক গবেষকরা গবেষণার মাধ্যমে যে জ্ঞান আয়ত্ত করেন, তাই তারা শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়কে শুধু গবেষণা প্রতিষ্ঠান হলে চলে, তবে কোনভাবেই শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলে চলে না। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নগণ্য ব্যতিক্রম বাদে যা চলছে, তা শুধুই শিক্ষাদান। গবেষণামূলক না হওয়াতে এগুলো আর যা হোক, বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়কে চিহ্নিত করেছিলেন বিশ্ববিদ্যার আলয় হিসেবে। ইংরেজি 'ইউনিভার্সিটি' এবং বাংলা 'বিশ্ববিদ্যালয়' শব্দ দুটির ব্যুৎপত্তিও একই অর্থ প্রকাশ করে। এ জন্যই বিশ্ববিদ্যালয়কে মানবিক উৎকর্ষের সব গুরুত্বপূর্ণ শৃঙ্খলাকে ধারণ করতে হয়, জাতীয় গণ্ডির প্রয়োজন অতিক্রম করে বিশ্বীকায় পা বাড়াতে হয়। সর্ববিদ্যা গবেষণার কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় এগুলোকে বড়জোর ব্যবসা ইন্সটিটিউট, আইন ইন্সটিটিউট, ইংরেজি ভাষা ইন্সটিটিউট ইত্যাদি রূপে প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারত। প্রতিষ্ঠালগ্নেই এগুলোর মাধ্যমে যে ভুলের সূচনা, তার খেসারত তো জাতিকে দিতেই হবে।

সংবিধানের ৩ অনুচ্ছেদ মোতাবেক প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। সংবিধানের ২৩ অনুচ্ছেদে বাংলাকে জাতীয় ভাষার স্বীকৃতি প্রদান করে এর পরিপোষণ এবং উন্নয়নের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে রাষ্ট্রের ওপর, যাতে করে সর্বস্তরের জনগণ জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করতে পারেন। বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষায় রচিত সংবিধানের দুই ভাষ্যের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষ্যের প্রাধান্যের উল্লেখ করা হয়েছে এ সংবিধানেরই ১৫৩ অনুচ্ছেদে। সংবিধান যেহেতু প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন, ফলে সংবিধানে বিশেষ কোন ভাষার যে স্বীকৃতি, তার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ভাষা দর্শনেরই প্রতিফলন ঘটে। উল্লিখিত অনুচ্ছেদগুলো বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সংবিধান বাংলা ভাষার সর্বোচ্চ মর্যাদা নিশ্চিত করেছে। কিন্তু যতই সাংবিধানিক স্বীকৃতি থাকুক না কেন, পুরনো স্বায়ত্তশাসিত এবং সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও যতই বাংলাকে মর্যাদামণ্ডিত করুক না কেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাংলা যেন এক অস্পৃশ্য ভাষা। দু'একটি ছাড়া এসব বিশ্ববিদ্যালয় যেন বাংলাদেশের ভেতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক একটা ইংরেজি ভূখণ্ড, ব্রিটিশ উপনিবেশ। কিন্তু এরূপ অবস্থা কি কোন বিচারেই কাম্য?

১৯৯১ সালে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন হওয়ার মাত্র ১৬ বছরের মধ্যেই দেশে এ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে অর্ধশতাধিক। সংখ্যা থেকে বোঝা যায় কি রমরমা অবস্থা এই প্রতিষ্ঠানগুলোর। জানা মতে, এগুলোর দু'একটি বাদে কোনটিতেই বাংলা বিভাগ নেই। অথচ আমরা কি বিলেত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়াতে এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ও পাব, যেখানে ইংরেজি নেই? পাব কি চীন, জাপানে এমন কোন বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে চীনা, জাপানি ভাষা নেই? কলা ও মানবিকীবিদ্যা চর্চিত হবে, অথচ বাংলা, দর্শন, ইতিহাস থাকবে না— এ কেমন কথা? গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন শাস্ত্র থাকবে না, অথচ বিজ্ঞানের চর্চা হবে, অর্থনীতির মতো মাতৃবিষয় (মাদার সাবজেক্ট) থাকবে না, অথচ ব্যবসায় শিক্ষা থাকবে— এগুলোই বা কেমন কথা? ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে আর যাই চলুক, বিশ্ববিদ্যালয় চলা উচিত নয়। যে একুশের চেতনায় বাংলাদেশের অভ্যুদয়, সে ভাষার নাম থেকে দেশেরই নামকরণ, আইন করে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সে চেতনা এবং ভাষাটিই অতিথি হয়ে থাকবে, তা তো হতে দেয়া যায় না। এ জাতীয় সবকটিতে তাই বাধ্যতামূলকভাবে বাংলা চালুর ব্যবস্থা নেয়া উচিত; সব ছাত্রছাত্রীর জন্য তা যদি বাংলা বুনিয়াদি (ফাউন্ডেশন) কোর্স হয়, তবুও। এখানকার ছাত্রদের একটি বড় অংশ অশুদ্ধ ইংরেজি দক্ষ হচ্ছে হোক, কিন্তু এরা এমন বিদ্যাসাগররূপী পণ্ডিত নয় যে, এদের বাংলা শেখানোর প্রয়োজন নেই।

এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ না থাকলেও অনেকটিতে আবার 'ইংরেজি ভাষাবিজ্ঞান' বা ইংলিশ লিংগুইস্টিকস' চালু আছে। যে কোন দেশে ভাষাবিজ্ঞান চর্চার উদ্দেশ্য হল সেই দেশের ভাষাকে বিকশিত করা। ইংরেজি ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব, বাগর্থবিজ্ঞান চর্চা করে ইংরেজিকে বিকশিত করার দায়িত্ব ইংরেজিভাষীদের, বাঙালির নয়। বাংলাদেশে ভাষাবিজ্ঞান চর্চার লক্ষ্য বাংলা ভাষাকে বিকশিত করা বলেই 'ইংরেজি ভাষাবিজ্ঞান' নয়, দরকার 'ভাষাবিজ্ঞান' বিভাগের প্রতিষ্ঠা।

**সাখাওয়াৎ আনসারী** : *সহযোগী অধ্যাপক, ভাষা বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

তারিখ ..10 FEB 2008..
পৃষ্ঠা ৬